যুগান্তর

তারিখ ... 4 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

# বেতন বৈষম্য পদায়ন ও পোস্টিং নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারে অসন্তোষ

মুসতাক আহমদ

শিক্ষা ক্যাডারে বিরাজ করছে অসন্তোষ ও বিশৃংখলা। বেতন বৈষম্য বা সিনিয়রদের চেয়ে জুনিয়রদের বেশি বেতন-ভাতা লাভ, স্বজনপ্রীতি এবং রাজনৈতিক বিবেচনাসহ তদবিরে ভালো কলেজে ও পদে পোস্টিং লাভ বছরের পর বছর কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির রাজধানীসহ শহরাঞ্চলের কলেজে এবং শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে অবস্থান, যোগদানগত জটিলতা, পুরস্কার-তিরস্কারের ব্যবস্থা না থাকা, ইনসিটো (প্রভাষক হিসেবে থাকলেও যারা সহকারী অধ্যাপক হিসেবে বেতন লাভ করেন) সমস্যা, প্রমোশনে জটিলতা ও পরের ব্যাচের আগে সিনিয়রিটি লাভসহ নানা ধরনের নৈরাজ্য চলছে ক্যাডারটিতে। এসব সমস্যা ও জটিলতার অনেকগুলোই আমলাতান্ত্রিক দৌরাত্ম্যের কারণে জিইয়ে আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সরকার বদলের পর খোদ মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রভাবশালীদের পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা তাদের অজ্ঞতার কারণেও দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলে আসছে। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সাধারণ, নিরীহ এবং রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি না করা শিক্ষকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। আর এর প্রভাব পড়ছে সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সম্প্রতি যুগান্তরকে জানান, অনেক সমস্যা রয়েছে। তবে তারা সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে উত্তরণের পথ বের করছেন। তিনি বলেন, সারাদেশে সরকারি কলেজ রয়েছে। তারা চাচ্ছেন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত এসব মানসম্মত শিক্ষক জাতির সেবা করবেন এবং এ লক্ষ্যে তারা সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবেন। কিন্তু বেশিরভাগই আছেন তারা শিক্ষকের পরিবর্তে প্রশাসক হতে বেশি আগ্রহী। শিক্ষক থাকতে চান না। আবার অনেকে আছেন প্রশাসক হতে না পারলে কমপক্ষে যেন শহরে অবস্থান করতে পারেন—এই চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে বর্তমানে প্রায় ১২ হাজার ৩শ' শিক্ষক রয়েছেন। এদের

> সাধারণ, নিরীহ এবং রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি না করা শিক্ষকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন

মধ্যে অধ্যাপক রয়েছেন সাড়ে ৭শ'। এছাড়া সহযোগী অধ্যাপক ২ হাজার, সহকারী অধ্যাপক ৩ হাজার ৭শ' এবং লেকচারার বাকিরা। এ চার ক্যাটাগরির বাইরে সিলেকশন গ্রেডের প্রফেসর নামে আরেকটি স্তর রয়েছে। সরকার সৃষ্ট ১৫১টি পদ থাকলেও তাতে বর্তমানে মাত্র ৪ জন কর্মরত রয়েছেন। বাকি ১৪৭টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। সর্বশেষ ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে এ পদে প্রমোশন দেয়া হয়েছিল। সংস্থাপন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে আড়াই বছর ধরে কেবলই চিঠি চালাচালি চলছে। কিন্তু সমাধান নেই। সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, ক্যাডারটিতে বর্তমানে যেসব সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ১৯৮২ ব্যাচ থেকে ১৩তম ব্যাচের আগে পর্যন্ত ২ হাজার ২২৫ জন অধ্যাপক-সহযোগী অধ্যাপক তাদের জুনিয়র কর্মকর্তাদের তুলনায় কম বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। ২০০৫ সালের জুন মাসে ৫শ' সহযোগী অধ্যাপকসহ কিছু কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড দেয়া হয়। এর ফলে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ক্যাডারে যোগদানকারী ওইসব কর্মকর্তার মধ্যে যারা ষষ্ঠ গ্রেডে ছিলেন তারা সবাই পঞ্চম গ্রেডে উন্নীত হন। আর বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে বেতন নির্ধারণী সুবিধা পাওয়ায় ১৮ হাজারের বেশি টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু এ সুবিধা দেয়ার কারণে সাড়ে ৭শ' অধ্যাপক এবং দেড় হাজার সহযোগী অধ্যাপক মোট ২ হাজার ২২৫ শিক্ষক বঞ্চিত হয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) বর্তমান মহাপরিচালক নোমান-উর-রশিদ, সাবেক মহাপরিচালক খান হাবিবুর রহমান, এনসিটিবির চেয়ারম্যান বর্তমান ও সাবেক, চেয়ারম্যানসহ বঞ্চিতদের বেশির ভাগ বর্তমানে দেশের বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষা প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তা রয়েছেন। অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান এ ব্যাপারে সোমবার এ প্রতিবেদককে জানান, তিনি তার ক্যাডারের সর্বকনিষ্ঠ কর্মকর্তা। কিন্তু তিনি অনেক জুনিয়র কলিগের তুলনায় কম টাকা

অসন্তোষ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

## অসন্তোষ : শিক্ষা ক্যাডারে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পাচ্ছেন। এটা কেবল ২০০৫ সালের সিলেকশন গ্রেড দেয়ার কারণেই হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করে একজন শিক্ষক নেতা জানান, এ সিলেকশন গ্রেড দেয়ার কারণে যে বেতন বৈষম্য হয়েছে, তা নিরসনে বঞ্চিতরা দু'বছর ধরে চেষ্টা তদবির চালাচ্ছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়, মহাহিসাব নিরীক্ষকের দফতর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষকের অসহযোগিতার কারণে তারা প্রতিকার পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে একেক সময়ে একেকটি আইনের ধারা উল্লেখ, শর্ত আবিষ্কার কিংবা তথ্যাদি চেয়ে সময় ক্ষেপণ করছে। ওই সূত্র জানায়, গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর ক্যাডারের গ্রেডেশন (সিনিয়রিটি নিরূপণ) তালিকা অনুযায়ী সমস্যাটি নিরসনে একটি পথ বের করে অর্থ মন্ত্রণালয়। কিন্তু শিক্ষা ক্যাডারে আজ পর্যন্ত এমন তালিকা হয়নি। সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্তরাও আবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক পত্রের কারণে একটি করে ইনক্রিমেন্ট কম পাচ্ছেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুবিধাপ্রাপ্ত প্রায় ৪ হাজার শিক্ষকের ২০০৫ সালের পে-স্কেলের ৬(৫) ধারা অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাবেন। কিন্তু তাদের নিম্নধাপে বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে বলে জানা যায়। ফলে প্রতি শিক্ষক বছরে প্রায় ১০ হাজার টাকা কম পাচ্ছেন।

এদিকে এ সমস্যা ঝিইয়ে রেখে আরও ২ হাজার ৪শ' শিক্ষককে আজ সিলেকশন গ্রেড দেয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে ১ হাজার ১শ' রয়েছেন লেকচারার এবং ১ হাজার ৩শ' রয়েছেন সহকারী অধ্যাপক। তবে এ সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে নতুন করে কেউ আগের মতো জটিলতায় পড়বেন না বলে জানান শিক্ষক নেতারা।

বঞ্চিত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাদের ক্যাডারে এমনও ঘটনা ঘটেছে, পরের ক্যাডারের কর্মকর্তারা আগে প্রমোশন পেয়েছেন। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার একজন লেকচারার নাম প্রকাশ না করে এ প্রতিনিধিকে জানান, তার স্ত্রী তার দু'ব্যাচ পরে সার্ভিসে যোগদান করেও এখন সহকারী অধ্যাপক। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, একক ক্যাডার হওয়া সত্ত্বেও এক বিষয়ের সঙ্গে (জ্যেষ্ঠ ক্যাডারের) আরেক বিষয়ের সমতা করা যাবে না। অর্থাৎ এই কারণে পদ ফাঁকা না থাকার কথা বলে প্রমোশনবঞ্চিত করা হচ্ছে। ঢাকা আলিয়ার ওই ক্যাডার জানান, এ অবস্থায় তিনি চাকরি ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছেন। ইনসিটো হচ্ছে প্রমোশন পরও নতুন কর্মস্থলে পদায়ন না পেয়ে আগের কলেজেই আছেন। মন্ত্রণালয় নতুন পদায়ন না দিয়ে নিজ নিজ কলেজে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের শিক্ষকদের প্রায়ই বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ২-৩ মাস পর আদালতের নির্দেশনায় তা ছাড় করা হয় বলে জানান সমিতির মহাসচিব মাসুমে রাব্বানী। তিনি বেতন-ভাতার জটিলতা দূর করারও আহ্বান জানান।